দৃষ্টি আকর্ষন

এসএফসিএল একটি কেপিআই (KPI) এলাকা। কেপিআই (Key Point Installation) হচ্ছে অতি স্পর্শ কাতর স্থাপনা। যে সকল প্রতিষ্ঠান শত্রুচর ও নাশকতাকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণে সরকারী সম্পদ, ব্যক্তির জান-মালের ক্ষতি ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ঘটে সে সব প্রতিষ্ঠানকে সরকার কর্তৃক কেপিআই প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা দিয়ে থাকে।

প্রয়োজনানুসারে কেপিআই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, বিডিআর এমনকি বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

বাৎসরিক সরেজমিনে কেপিআই জরিপের জন্য একটি আলাদা কমিটি রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক. বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্য।
খ. প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য।
গ. বাংলাদেশ পুলিশ বিশেষ শাখার সদস্য।
ঘ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য।
ঙ. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিভাগীয় প্রধান।

তাই কেপিআই হিসাবে এসএফসিএল এলাকায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে ঃ

১. কারখানার ভিতরে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।
২. কোন শিশু কারখানায় প্রবেশ করতে পারবে না।
৩. কারখানায় প্রবেশের সময় অবশ্যই ভিজিটর কার্ড গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
৪. কারখানার ভিতরে কোন ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।
৫. কারখানার ভিতরে অনুমতি ছাড়া কোন গাড়ি প্রবেশ করানো যাবে না।
৬. কারখানা এলাকার ভিতরে গাইড ছাড়া চলাফেরা করা যাবে না।
৭. লুঙ্গি বা ঢিলা পোশাক পরে কারখানায় প্রবেশ করা যাবে না।
৮. কারখানার ভিতরে ছবি উঠানো যাবে না।
৯. কারখানার ভিতরে মেচ/ গ্যাস লাইটার ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না।
১০. কারখানা এলাকায় ধুমপান করা যাবে না।
১১. প্লান্টে ভিতরে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই হেলমেট পরিধান করতে হবে।
১২. কারখানার ভিতর কোন মেশিন সুইচ পাইপ লাইন, ইন্সট্রুমেন্ট ভাল্ব ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না।
১৩. নির্ধারিত স্থান ব্যতিত কোন স্থানের পানি পান করা যাবে না।
১৪. কারখানার ভিতরে গোসল করা যাবে না।
১৫. কারখানার ভিতরে কোন পার্টি বা অনুষ্ঠান করা যাবে না।
১৬. বিনা অনুমতিতে কারখানার লিকুইড এ্যামোনিয়া প্লান্টের প্লাটফর্মের উপরে উঠা যাবে না।
১৭. কারখানার ভিতরে ২০ কিঃ মিঃ/ঘন্টা এর বেশী গতিতে গাড়ি চালানো যাবে না।
১৮. কারখানার ভিতরে কোন ঠিকাদার কাজ করতে হইলে সেফটি বিভাগকে অবহিত করতে হবে।